Released 30.11.56. Saturday
রূপমায়ার
দ্বিতীয় নিবেদন
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
"ধূলার ধরণী"
• শ্রীলেখা রিলিজ •
alpana

রূপমায়ার দ্বিতীয় শ্রদ্ধার্ঘ্য

ধূলার ধরণী

চিত্রনাট্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা—**অর্দ্ধেন্দু সেন**

কাহিনী —প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সংলাপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
চিত্রগ্রহণ—সন্তোষ গুহরায়
শব্দানুলেখন—গৌর দাস
শিল্পনির্দ্দেশ—গৌর পোদ্দার
সম্পাদনা—শিব ভট্টাচার্য্য
আলোক নিয়ন্ত্রন—শান্তি সরকার
পটশিল্পী—অমিতাভ বর্দ্ধন
রূপসজ্জা—শৈলেন গাঙ্গুলী

সঙ্গীত—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শ্যামল গুপ্ত
আবহ-সঙ্গীত—ন্যাশান্যাল অর্কেষ্ট্রা
কর্ম্মসচিব—মনীন্দ্রনাথ সরকার
ব্যবস্থাপনা—দেবেন বোস
সংগঠনে—শিবাজী গুপ্ত
স্থিরচিত্রে—ফটো আর্ট স্
পরিচয়-লিপি-অঙ্কনে—শিল্পী

প্রচার সচিব—রঞ্জিত কুমার মিত্র

নেপথ্যে কণ্ঠদান :
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্ত্তী
অমল মুখার্জ্জি
সুখেন ধর

চিত্রগ্রহণে : নরসিং রাও
রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি
অনিল ঘোষ

শব্দানুলেখনে : সিদ্ধিনাগ
শিল্পনির্দ্দেশে : নির্মল কর
সম্পাদনায় : অমলেশ সিকদার

আলোক-সম্পাতে : মনোরঞ্জন, তারাপদ
রূপসজ্জায় : নৃপেন চ্যাটার্জী
অনাথ মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : ঝন্টু মালাকার
নোয়া, জীবন, চণ্ডী

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ হইতে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক :

শ্রীলেখা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা—১

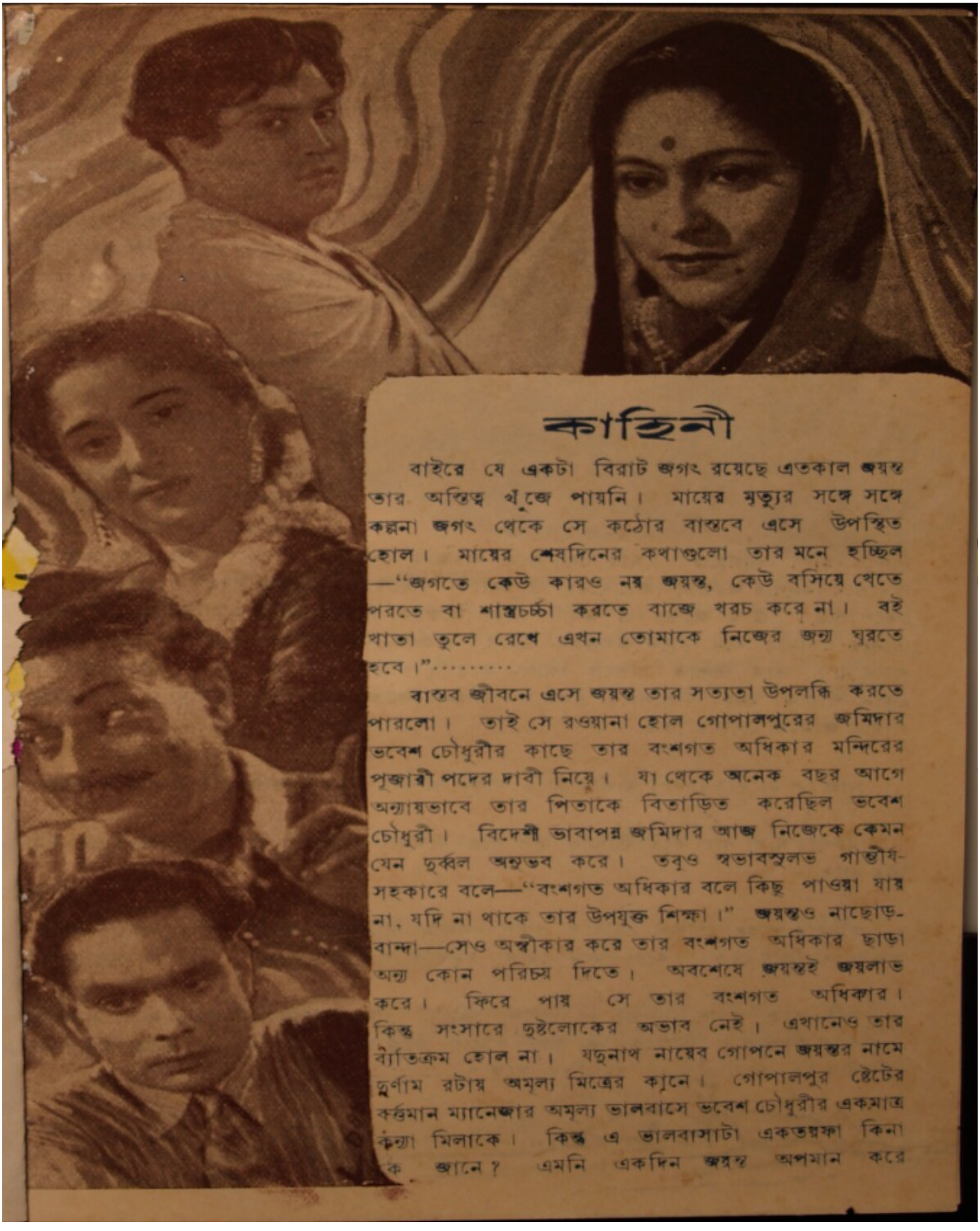

কাহিনী

বাইরে যে একটা বিরাট জগৎ রয়েছে এতকাল জয়ন্ত তার অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা জগৎ থেকে সে কঠোর বাস্তবে এসে উপস্থিত হোল। মায়ের শেষদিনের কথাগুলো তার মনে হচ্ছিল —"জগতে কেউ কারও নয় জয়ন্ত, কেউ বসিয়ে খেতে পরতে বা শাস্ত্রচর্চ্চা করতে বাজে খরচ করে না। বই খাতা তুলে রেখে এখন তোমাকে নিজের জন্য ঘুরতে হবে।".....

বাস্তব জীবনে এসে জয়ন্ত তার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারলো। তাই সে রওয়ানা হোল গোপালপুরের জমিদার ভবেশ চৌধুরীর কাছে তার বংশগত অধিকার মন্দিরের পূজারী পদের দাবী নিয়ে। যা থেকে অনেক বছর আগে অন্যায়ভাবে তার পিতাকে বিতাড়িত করেছিল ভবেশ চৌধুরী। বিদেশী ভাবাপন্ন জমিদার আজ নিজেকে কেমন যেন দুর্ব্বল অনুভব করে। তবুও স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য-সহকারে বলে—"বংশগত অধিকার বলে কিছু পাওয়া যায় না, যদি না থাকে তার উপযুক্ত শিক্ষা।" জয়ন্তও নাছোড়-বান্দা—সেও অস্বীকার করে তার বংশগত অধিকার ছাড়া অন্য কোন পরিচয় দিতে। অবশেষে জয়ন্তই জয়লাভ করে। ফিরে পায় সে তার বংশগত অধিকার। কিন্তু সংসারে দুষ্টলোকের অভাব নেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম হোল না। যদুনাথ নায়েব গোপনে জয়ন্তর নামে দুর্ণাম রটায় অমূল্য মিত্রের কানে। গোপালপুর ষ্টেটের বর্ত্তমান ম্যানেজার অমূল্য ভালবাসে ভবেশ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা মিলাকে। কিন্তু এ ভালবাসাটা একতরফা কিনা কে জানে? এমনি একদিন জয়ন্ত অপমান করে

অমূল্যকে—তারই হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে মুক্ত দেয় এক নিরীহ প্রজাকে। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অমূল্যও উপযুক্ত উপায় খুঁজতে থাকে। ইতিমধ্যে জমিদার দুহিতা গোপালপুর এসে সুন্দর সুঠামদেহী জয়ন্তকে দেখে যেন নতুন কিছুর সন্ধান পায়। কুমারী জীবনে আসে নতুন স্পন্দন। তাই সে একদিন জয়ন্তের অসাক্ষাতে তার একটা ছবি তুলে নিয়ে ফিরে আসে কোলকাতায়। অমূল্য বিশেষ একটা কাজে কোলকাতায় গিয়ে শুনতে পায় মিলা হঠাৎ বেনারস যাচ্ছে। অথচ সে ভাবতেই পারে না তার অনুমতি ছাড়া মিলা সেখানে কি করে যাচ্ছে। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে মিলার কাছে গিয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে। কিন্তু মিলা তার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে নারাজ। অমূল্য আহত হয়! দুদিন' পর যাকে সে সহধর্মিণীরূপে পাবে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার আজ তার নেই। এ সবের জন্য সে জয়ন্তকেই দায়ী করে। মিলার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় একটি ছবির দিকে নজর পড়তেই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জয়ন্তর ছবি এ ঘরে এলো কি করে? জয়ন্ত!...জয়ন্ত!...জয়ন্ত! এ পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিতে না পারলে তার সমস্ত আশা নষ্ট হবে।

অমূল্য সেদিন জয়ন্তকে অপমান করবার এক দুর্লভ সুযোগ পেলো যদুনাথের কাছে। মন্দিরে জয়ন্তর কাছে নাকি এক অপরিচিতা মহিলা এসেছে। সে তখুনি দারোয়ান নিয়ে ছুটলো মন্দিরে তালা লাগাতে। আর সেই সঙ্গে জয়ন্তকে দেয় মন্দির থেকে বহিষ্কারের আদেশ। কিন্তু জয়ন্ত অন্য ধাচে গড়া। অমূল্যর আদেশ সে অমান্য করে। এনিয়ে দু'জনে হয় বচসা। অবশেষে নিরুপায় জয়ন্ত সবার সামনেই উর্ম্মিলাকে পরিচয় দেয় নিজের বিবাহিতা স্ত্রী বলে। উর্ম্মিকে দেখে যদুনাথ যেন চমকে ওঠে। অতীতের বিস্মৃত একটা অধ্যায় যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উর্ম্মি জয়ন্তর এ জবাব শুনে নিজেকে সামলাতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—একি করলেন ঠাকুর মশাই? জয়ন্ত জবাব দেয়—এছাড়া কোন উপায় ছিলনা উর্ম্মি। হয়তো এনিয়ে তোমার মনে দুদিন কলঙ্কন উঠবে, তারপর—তারপর এখান থেকে চলে যাবার পর—আমাদের ক্ষণিকের এ পরিচয়ের হবে পরিসমাপ্তি। উর্ম্মি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না। তার উদ্গত অশ্রুকে গোপন করে ফিরে আসে কোলকাতায়। উর্ম্মি ভাবে তার ভালবাসার মূল্য জয়ন্ত দেবে কেন? সে যে পরিচয়হীনা। ছোটবেলা থেকেই সে শুনে আসছে তার কোন পরিচয় নেই —সংসারে একমাত্র আপন বলতে আছে তার মাসীমা। যে তাকে লালন-পালন করেছে। কিন্তু সত্যিই কি সে পরিচয়হীনা? অধৈর্য্য হয়ে বহুবার তার সত্যিকার পরিচয় জানতে চেয়েছে কিন্তু.....'

আজ সে নাছোড়বান্দা। মাসীর কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় তার সত্যিকারের পরিচয় দিতে। হোক সে পরিচয় কলঙ্কের কালীমায় মসীলিপ্ত! তবুও সে জানবে।

নিরুপায় মাসী বাধ্য হয়ে উর্ম্মিকে সব খুলে বলে। গোপালপুরের ভূতপূর্ব্ব জমিদার ধনপতি গাঙ্গুলী তার পিতা। উর্ম্মির মাকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়ে বর্ত্তমানে বেঁচে আছেন অনাদি মিত্র নামে।.....

জমিদার ভবেশ চৌধুরী টেবিলে রাখা একখানা চিঠি পড়ে চমকে ওঠে। তাতে লেখা ছিল—"আগামী ৩০শে ডিসেম্বর রাত ৮টায় আমি রিভলবার হাতে দেখা করবো। তোমার যা বক্তব্য তা লিখে যেও। কারণ মনে রেখো ধনপতি গাঙ্গুলী তোমাকে বলবার সময় দেবেনা। তার জন্য প্রস্তুত থেকো।" চিঠি পড়ে ভবেশ চৌধুরী শিউরে ওঠে।

চিঠি পড়ে ভবেশ চৌধুরী ভয় পেলো কেন? গোপালপুরের জমিদার কে? ধনপতি না ভবেশ চৌধুরী? মিলা কি গ্রহণ করলো অমূল্যকে? না, না, না—তা কি করে হয়? সে তো ভালবাসে জয়ন্তকে। উর্ম্মিকে কি গ্রহণ করলো জয়ন্ত? না, না, না—তা হবে কি করে? সে তো আজ জমিদারের মেয়ে—আর জয়ন্ত সামান্য একজন পূজারী। নির্দ্দিষ্ট তারিখে ভবেশ চৌধুরীর কি দেখা হয়েছিল ধনপতির সঙ্গে?.....

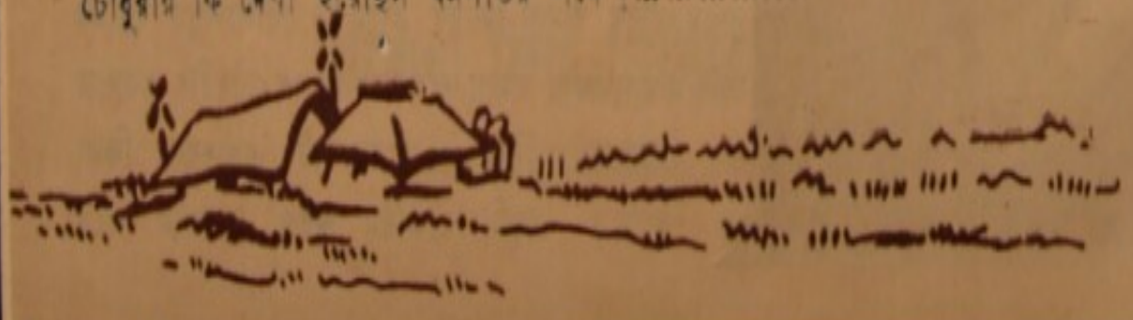

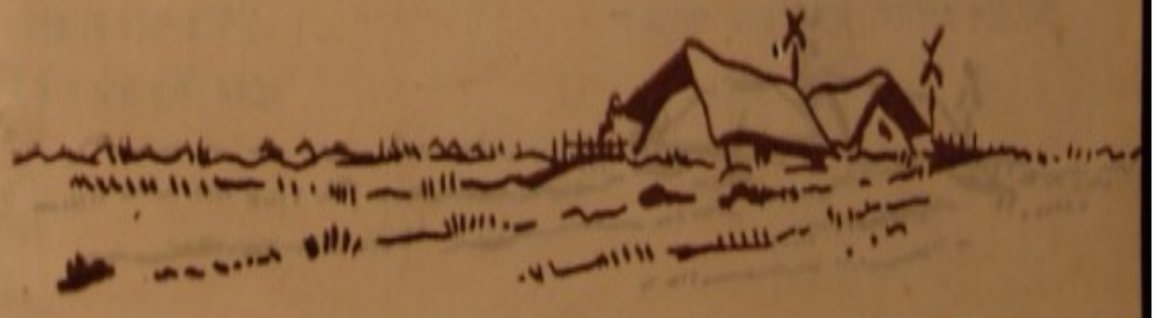

সংগীতাংশ

[১]

কে এলো বসন্ত লোয়ে জীবনে
মনে দোলা লাগে
তারি অনুরাগে
একি মায়া জাগে
চকিত নয়নে ।

চম্পকে শুধালে বলে সে
ভাবনায় ছিলে যার মগ্ন
সেই পথিকেরে পথ চেনালো
আজিকার এই শুভলগ্ন
মঞ্জির বাজে তাই চপল চরণে ॥

অন্তর শুনে তাই জানালো
এ মধু রজনী যে আনলো
গানে গানে মুখরিত ভুবনে
তারে দেবো কণ্ঠের মাল্য
আবেশে হারাবো আজ মিলন স্বপনে ॥

[২]

ওগো চাঁদ কভু পাবনা তোমায় বারে বারে ভুলে যাই
[illegible] আমার যায়না বলেই তোমারে যে পেতে চাই ।
মোর প্রেম যেন মেঘের মতন
কাঁদিতেই শুধু জানে
যদি গাঁথি মালা ফুলগুলি তার
কাঁটা হোয়ে বেঁধে প্রাণে ।
বালুচরে ঘর বেঁধেছি
হাসি ভুলে শুধু কেঁদেছি
হায় একি ব্যাথা হৃদয়ে আমার
সুর হয়ে বাজে গানে ॥
অভিশাপ শুধু বয়েছি
হাসি মুখে ব্যাথা সয়েছি
[illegible]য় দীপ নিভে নিঠুর নিয়তি
একি ঝড় বয়ে আনে ॥

[৩]

আঁখি জলে আমি আজ
আঁধারে হারায়ে যাই
এ ভুবনে ওগো মোর
কেহ নাই কিছু নাই ।

ফাগুনের ফুলবনে
স্বপনে দেখিনু যারে
ভাবিনি কখন আমি
হারাতে হবে যে তারে
প্রদীপ নিভেছে হায়
দীরঘ নিশাসে তাই ॥

জীবনের যত আশা
না পাওয়ার বেদনাতে
জানিনা কি অপরাধে
কেঁদে মরে নিরাশাতে ॥

স্মরণের খেলাঘরে
সাথী হারা ব্যাথা বয়ে
জেগে আছি নিশীরাতে
হৃদয়ে পাষাণ লয়ে
বুঝিতে পারি না হায়
কেন মিছে গান গাই ॥

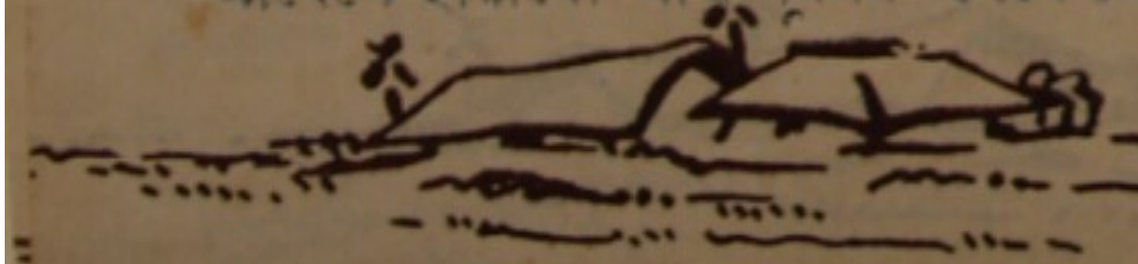

চরিত্র-চিত্রণে

সন্ধ্যারাণী সবিতা চট্টোপাধ্যায়

শোভা সেন রাজলক্ষ্মী

নিভাননী নমিতা দত্ত

রত্না গোস্বামী

অসিতবরণ * বিকাশ রায় • পাহাড়ী সান্যাল * ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

জহর রায় * অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় * তুলসী চক্রবর্তী

প্রেমাংশু বোস * নৃপতি চ্যাটার্জী * শীতল ব্যানার্জী

হরিমোহন বসু * ধীরাজ দাস * তরুণকুমার

প্রীতি মজুমদার * অমূল্য সান্যাল * পরিতোষ রায়

লাবণ্যকুমার * বিমল মুখার্জী

তারাশঙ্কর * সুশীল প্রভৃতি।

হাজারি চক্রবর্তীর
হিন্দু হোটেল
রাণাঘাট।

ভদ্রলোকদের সস্তায়
আহার ও বিশ্রামের স্থান।
ভাত, ডাল, মাছ, মাংস,
সবরকম প্রস্তুত থাকে।
পরীক্ষা প্রার্থণীয় .....

শ্রীলেখা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পক্ষে প্রচার সচিব রঞ্জিৎকুমার মিত্র
কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ক্যালকাটা প্রিণ্টার্স
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।